বিএসএমএমইউর মাসিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইমিউনোহিস্টোক্যামিস্ট্রি সুনির্দৃষ্টভাবে ক্যান্সারের প্রকারভেদ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে

রোগীদের ক্যান্সারের যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে

৩৭৭৭ রোগীর ক্যান্সারের প্রকার চিহ্নিত

ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এমনকিছু ক্যান্সার রয়েছে যা টিস্যু শুধুমাত্র স্লাইট দেখে নির্ণয় করা যায় না। এই ক্ষেত্রে ইমিউনোহিস্টোক্যামিস্ট্রি-এর সহায়তা নিতে হয়। এরমাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে ক্যান্সারের প্রকারভেদ নির্ণয় করা যায়। কারসিনোমা (Carcinoma), সারকোমা (Sarcoma), লিম্ফোমা (Lymphoma), মেলানোমা (Melanoma) ইত্যাদি ক্যান্সার নির্ণয়ে ইমিউনোহিস্টোক্যামিস্ট্রি গুরুত্বপূর্ণ রাখছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ইং পর্যন্ত ৩৭৭৭ জন রোগীর সুনির্দিষ্টভাবে ক্যান্সারের প্রকারভেদ নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। ক্যান্সারের প্রকারভেদ আরো সুনিদিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে মলিকিউলার প্যাথলজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতপক্ষে, ইমিউনোহিস্টোক্যামিস্ট্রি ও মলিকিউলার প্যাথলজির মাধ্যমে সুনিদিষ্টভাবে ক্যান্সারের প্রকারভেদ চিহ্নিত করতে পারায় ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের সঠিক থেরাপি প্রদানসহ যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। আজ বুধবার ২০ নভেম্বর ২০১৭ইং তারিখ, সকাল ১১টায় বি ব্লকের শহীদ ডা. মিলন হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার সাব কমিটির উদ্যোগে "ইমিউনোহিস্টোক্যামিস্টি: নিউ ইরা ইন ডায়াগোনস্টিক সার্জিক্যাল প্যাথলজি" শীর্ষক সেমিনারে এ তথ্য জানানো হয়। সেমিনার সাব কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. চৌধুরী ইয়াকুব জামালের সভাপতিত্বে ও অধ্যাপক ডা. মোঃ আনোয়ারুল করিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ ওই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত ডীন ও প্যাথলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. অসীম রঞ্জন বড়ুয়া, অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ কামাল, সহযোগী অধ্যাপক ডা. এ কে এম নূরুল কবির ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. শবনম আখতার। সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা. মোঃ রেজাউল আমিন, ডা. ফেরদৌসী বেগম, ডা. বিষ্ণু পদ দে।